শহীদ আলতামতির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চায় তার সন্তানেরা

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আজকের এইদিনে বিএনপি’র একদলীয় ষষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভাতুড়িয়া ভোট সেন্টারে আওয়ামী লীগের বাধার মুখে পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে শহীদ হন ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের আলতামতি।

তিনি একই গ্রামের আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়ে এবং আব্দুল খালেকের স্ত্রী। মৃত্যুকালে তিনি রেখে জান ৪বছরের ছেলে রিপন এবং ৪ মাসের শিশু পুত্র শিপনকে।

আলতামতির ভাই মোঃ আশারাফুল ইসলাম সেদিন অনেক চেষ্টা করেও বিিএনপি আর পুলিশের বাধার মুখে কারও বিরুদ্ধে মামলা করতে সাহস পায়নি। এমনকি হুমকী ধমকীর শিকার হয়ে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে তাকে। একই বছর ১২জুন সপÍম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তারপর পরিবারের পক্ষথেকে দাবি করা হয় আলতামতিকে রাষ্ট্রিয় ভাবে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার অসহায় শিশু সন্তানদের ভোরণ পোষনের ব্যবস্থা করা হোক। অনেক চেষ্টার পর ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলতামতির অসহায় শিশু পুত্রদের ভোরণ পোষণের জন্য এক লক্ষ টাকার একটি পরিবার সঞ্চয়পত্রের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু স্বামী আব্দুল খালেক দ্বিতীয় বিয়ে করার কারণে পারিবারিক অভাব অনটনে সেই টাকা আস্তে আস্তে তুলে পরিবারের পিছনে ব্যয় করতে থাকে। আর রিপন শিপন মা-বাবাহীন বাউন্ডলে জীবন নিয়ে বড় হতে থাকে। শিক্ষাদিক্ষা কিছুটা গ্রহন করলেও কারও কপালে জোটেনি একটি পিয়নের চাকরীও, চাকুরীতে এখন বড় অঙ্কের ঘুষ লাগে তা দেওয়ার সামর্থ তাদের নেই। কোন নেতাও এখন তাদের আর সেভাবে খোজ রাখেন না।

মৃত্যুর প্রথমদিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দ্দার কিছুটা খোজ রাখতেন এখন কিছুটা খোজ রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, কিন্তু সেভাবে এখনো কিছুই করা সম্ভব হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আলতামতির বড় ছেলে নিঝুম রেজা রিপন বলেন মা হারানোর সাথে সাথে আমরা সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছি লেখাপড়া তেমন শিখতে

পারেনি কপালে চাকুরীও জোটেনি। কেউ আর এখন খোঁজ খবরও নেই না। এখন আমাদের একটায় দাবি ১৫ ফেব্রুয়ারী খালেদা জিয়ার অবৈধ গণ বিরোধী একদলীয় নির্বাচনের কারণে আমার মাসহ যারা সেদিন শহীদ হয়েছে তাদের সকলকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরমত রাষ্ট্রীয় ভাবে শহীদের স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

যশোর-কুষ্টিয়ার যশ,খেজুরের রস হারিয়ে যেতে বসেছে

যশোর-কুষ্টিয়ার যশ, খেজুরের রস এ প্রবাদ বাক্যটি যেমন হারিয়ে যেতে বসেছে। তেমনি মানুষও ভুলে যেতে বসেছে এ এলাকার শীতের প্রধান আকর্ষন শীতের রস ও গুড়ের স্বাদ। একারনে ওই ছবিটি মানুষকে মনে করিয়ে দিতে কোটচাঁদপুর কৃষি মেলায় স্টোল দিয়েছেন উপজেলার সিঙ্গিয়া গ্রামের কৃষি মৌচ্যার সদস্যরা। এ স্টোলে শোভা পাচ্ছে খেজুরের রস,গুড় ও পাঠালিও।

আগে এ জনপদের মানুষ ধান,পাঠসহ অন্যান্য পণ্যের মত চাষ হিসেবে নিয়ে ছিলেন খেজুরের রস ও গুড়কেও। বর্তমানে ওই সব ফসলের দিকে মানুষ ঝুকে পড়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে শীতের আকর্ষন রস ও গুড়।

এর আগে গ্রামঞ্চলে চোখে পড়তো বিকালে গাছিদের গাছ কাটা,পরের দিন ভোর বেলায় রস সংগ্রহ করা। এরপর তা জ্বালিয়ে গুড় ও পাঠালি বানানোর দৃশ্য।

এ সময় বাড়িতে বাড়তে রস দিয়ে বানানো হত বিভিন্ন ধরনের পিঠা । এছাড়া রসের পায়েসও ছিল গ্রাম বাংলার মানুষের অন্যতম খাবার। কালের বিবর্তনে যা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

এ কারনে মেলার স্টোলে ওই সব তুলে ধরে মানুষকে হারানো ঐতিহ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন তারা। আর স্টোলের এ সব দেখতে যেমন ভিড় করছেন উৎসুক মানুষ, তেমনি হারানো ঐতিহ্য চোখের সামনে দেখে খুশি ও হচ্ছেন অনেকে।

মেলায় আসা আনোয়ার হোসেন বলেন,আগের দিনের শীতের সকালের প্রধান আকর্ষন ছিল খেজুরের রস। প্রচন্ড শীত করলেও রস খাওয়ার মজায় ছিল আলাদা। বর্তমানে মানুষ তা ভুলতে বসেছে। এখন গ্রাম অঞ্চলে এ দৃশ্য খুব কম চোখে পড়ে। মানুষ ভুলতে বসেছে রস আর গুড়ের স্বাদ।

এ কারনে আজ স্টোল দিয়ে তা মানুষকে মনে দিতে হচ্ছে। তবে এটা একটা ভাল উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। কারন বর্তমান প্রজন্মের বাচ্চারা এটা দেখে অনেক খুশি হয়েছেন।

সিঙ্গিয়া কৃষি মৌর্চার মুকুল বিশ্বাস বলেন,হারানো ঐতিহ্যের সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিতেই আমাদের এ উদ্যোগ। বর্তমান প্রজন্মের বাচ্চারা এ সবের সঙ্গে অনেকে অপরিচিত ছিলেন। তারা এ সব দেখে খুশি হয়েছেন।
তিনি বলেন, এখনও মানুষ খেজুরে রস গুড়ের উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হতে পারেন। প্রতিদিন একজন চাষি ১০-১২ কেজি গুড় বিক্রি করতে পারেন। প্রতি কেজি গুড়ের দাম ২০০ থেকে ২২০ টাকা। এ ছাড়া সকালে অনেকেই খেজুরের রস খেতে আসে। যা বিক্রি করা হয় প্রতি গ্লাস ১০ টাকা। মুকুল বলেন,সব থেকে বড় কথা খেজুরের রস এ এলাকার মানুষের ঐতিহ্য। এটা টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও আমাদের। এ কারনে এ কৃষি পণ্যটিকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান ওই চাষি।

তিনদিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

মেলায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি,ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন,কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুর তিন দিন ব্যাপী কূষি মেলার উদ্বোধন

আমাদের কৃষি যতদিন ভাল থাকবে,আমরা ততদিন বাইরের তাপ কম পাব। সোমবার কোটচাঁদপুর উপজেলা চত্বরে তিনদিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

তিনি বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারনে অনেক দেশে খাদ্য পন্য ৪০/৫০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তুু আমাদের দেশে কৃষকের অবস্থা ভাল থাকায়, আমরা এখনও ভাল আছি। এ কারনে কৃষক যেন তাঁর ন্যায্যতা পান,সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি,ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন,কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহাসিন আলী।

এ বছর মেলায় ২৩ স্টোল স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে সবার নজর কেড়েছেন খেজুর গাছ,গাছ, খেজুরের গুড় ও পাঠালি। এ ছাড়া নজরকাড়ে কালের পরিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া বেশ কিছু মাছের স্টোলটিও।
পরে প্রধান অতিথি মেলার বিভিন্ন স্টোল ঘুরে ঘুরে প্রদর্শন করেন।

ঝিনাইদহে শেখ কামাল আন্ত:স্কুল

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর (কাদিখালী) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। ভিকটিম মোঃ ইদ্রিস আলী একই গ্রামের মস্তোফা কামালের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইদ্রিস আলী নিজ বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়েছিল। ঘুমিয়ে থাকাকালীন রাত দুইটার দিকে কে বা কাহারা ধারালো দা দিয়ে তার মাথায় এবং কপালে উপর্যুপরি কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবারের লোকজন গুরুতর আহত ইদ্রিসকে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গোপন অনুসন্ধানে জানা যায় ভিকটিম ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে গ্রামের একাধিক মহিলার সাথে পরকীয়ায লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পরকীয়ার জের ধরে এই ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ সাইফুল ইসলাম জানান, হরিণাকুন্ডু থানার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে গতরাত ২টার দিকে মস্তোফা কামালের ছেলে মোঃ ইদ্রিস আলীকে কে বা কারা কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে গেছে, এঅবস্থায় আমাদের নিকট জানানোর পর আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মামলা নিয়েছি, আসামী গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়েছে কোন নারী ঘটিত ব্যাপার এর পিছনে জড়িত থাকতে পারে, আমরা সবকিছুই খতিয়ে দেখছি।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের বাধায় বিএনপির ইউনিয়ন পদযাত্রা পন্ড

বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদ যাত্রা কর্মসুচী পালন করেছেন কোটচাঁদপুর বিএনপি।

শনিবার বিকেল ৩ টার সময় এ কমর্সুচী পালন করেন দলটি। পদযাত্রায়

পুলিশ বাধা দিয়েছেন এমন অভিযোগ নেতা-কর্মীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসুচীর অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরেও বিএনপি ইউনিয়ন পদযাত্রা কর্মসুচীর আয়োজন করেন। এরমধ্যে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর ইউনিয়নের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল,দোড়া ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন,কুশনায় ছিলেন বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল,বলুহরে ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস ও এলাঙ্গীর পদযাত্রায় ছিলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

এ কর্মসুচী সফল করতে প্রতিটি ইউনিয়নে নির্ধারিত স্থানে দলীয় নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। এরপর বিকেল ৩ টার সময় শুরু হয় ইউনিয়ন পদযাত্রা। এ সময় পুলিশের বাধায় পন্ড হয় পদযাত্রা। পরে নেতা-কর্মীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন,নেতা-কর্মীরা পদযাত্রা কর্মসুচী পালনের জন্য জড়ো হয়। এরপর পদযাত্রা শুরু হয়। নেতা-কর্মীরা কিছু দুর যাবার পর পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। পরে ওখানেই সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করা হয়।

একই কথা বলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন। তিনি বলেন,আওয়ামীলীগরা দলীয় মিছিল নিয়ে ইউনিয়নে শান্তি সমাবেশ যোগ দিলে সমস্যা নাই। আমরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শান্তি পূর্ণ পদযাত্রা কর্মসুচী পালন করছিলাম। সেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছেন। পন্ড করেছেন পদযাত্রা কর্মসুচী।

তবে এলাঙ্গী ইউনিয়নে পদযাত্রা সফল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আমরা ইউনিয়নে লিফলেট বিতরন করেছি। এরপর পদযাত্রা কর্মসুচীও পালন করেছি। এ ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসুচী সফল হয়েছে। পদযাত্রা শেষে ফাজিলপুর বাজারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র পদযাত্রা কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা

বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রজবন্দিদের মুক্তি, সরকারের দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদুৎ, গ্যাস ও নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোসহ ১০দফা দাবিতে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি উদ্যোগে বিভিন্ন ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৩টায় উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে একযোগে এই কর্মসূচী শুরু হয়। পদযাত্রা কর্মসূচী পালন কালে উপজেলার ৬নং ফলসী ইউনিয়নের কুলবাড়ীয়া বাজারে এবং ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চরপাড়া বাজারে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। পরে সমাবেশ সংক্ষিপ্ত করে পদযাত্রা শেষ করতে হয়েছে।

এছাড়া ভায়না ও জোড়াদহ ইউনিয়নে বিএনপির শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় আওয়ামী লীগ হামলা করে করেছে বলে জানান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন। তিনি আরও বলেন জোড়াদহ ও জটারখাল বাজারে বিএনপির পদযাত্রা কালে আওয়ামী লীগের হামলায় উপজেলার তৈলটুপি গ্রামের মওলা বকশো ও জহুরুল ইসলাম গুরতর আহত হয়। এত বাধার মুখেও অন্যান্য ইউনিয়নে বিএনপির সংক্ষিপ্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে তাইজাল হোসেন বিএনপির তৃনমুলের নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেণ।

পদযাত্রা সফল করতে ভায়না ইউনিয়নের দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, জোড়াদহ ইউনিয়নে জেলা বিএনপির সদস্য আফাঙ্গীর বিশ্বাস, ফলসী ইউনিয়নে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, তাহেরহুদা জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল মমিনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশ গ্রহন করে।

[redacted]

[redacted]

ইমো হ্যাকারের কবলে প্রবাসির ভাই সজিব, খোয়ালেন ১৬ হাজার টাকা

ইমো হ্যাকারের কবলে পড়ে ১৬ হাজার টাকা খোয়ালেন প্রবাসির ভাই সজিব। বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে কোটচাঁদপুরের রুদ্রপুর গ্রামে।

প্রবাসির ভাই সজিব হোসেন বলেন,আমার ভাই রাজিব হোসেন মালেশিয়া প্রবাসি। সে প্রতি মাসেই টাকা পাঠান বাড়িতে। বুধবার দুপুরে হঠাৎ করে ইমো নাম্বারে কল আসে। এরপর বিপদের কথা বলে ১৬ হাজার টাকা চান। আমি তাৎক্ষণিক ভাবে পাশের বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠি দিই। এরপর আবারও ১৪ হাজার টাকা চান। এ সময় আমি ভাই ম্যাসেনজারে কল করি। এরপর জানতে পারি হ্যাকারের পাল্লায় পড়েছি।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেছেন প্রবাসির ভাই সজিব হোসেন ।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ হোসেন বলেন, সজিব হোসেন ওই সংক্রান্ত একটা অভিযোগ করেছেন।